সংবাদ

তারিখ ... 21 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ১ ...

মাদ্রাসা শিক্ষার পরিবেশ

মাহমুদুল বাসার

মনীষী মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃত-কথা' প্রবন্ধে পেয়েছি, 'সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত কালচারের উদ্দেশ্য নয়-উপায়। উদ্দেশ্য, নিজের ভেতরে একটা ঈশ্বর বা আল্লাহ সৃষ্টি করা। যে তা করতে পেরেছে সে-ই কালচার্ড অভিধা পেতে পারে, অপরে নয়। বাইরের ধর্মকে যারা গ্রহণ করে তারা আল্লাহকে জীবন প্রেরণারূপে পায় না, ঠোঁটের বুলিরূপে পায়। তাই শ'র উক্তি: Beware of the man whose God is in the skies-আল্লাহ যার আকাশে তার সম্পর্কে সাবধান। কেন না, তার দ্বারা যে কোন অন্যায় ও নিষ্ঠুর কাজ হতে পারে।''

আজকের (১৯/৭/১৭) দু'টি জাতীয় পত্রিকায় মাদ্রাসা সংক্রান্ত দু'টি খবর পড়ে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর উদ্ধৃতি মনে পড়লো। খবরে বলা হয়েছে, পুরান ঢাকার বংশালে এক মাদ্রাসার ছাত্রকে বালিশ চাপা দিয়ে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে নিহতের সহপাঠী তারেক আজিজ(১৪)কে গ্রেফতার করা হয়েছে।...

গত মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানাচ্ছে, পুরান ঢাকার বংশালে সহপাঠীর হাতে জুনায়েত আল হাবিব (১৪) নামের মাদ্রাসা ছাত্র খুন হয়েছে। সে সিদ্দিক বাজারে এক মাদ্রাসার ছাত্র। এই নিহতের সহপাঠী কিশোর তারেক আজিজকে গ্রেফতার করা হয়েছে।...গত সোমবার গভীর রাতে সিদ্দিক বাজারের মাদ্রাসার ৫ তলায় হাবিবকে প্রথমে ঘুমন্ত অবস্থায় বালিশ চাপা দেয় তার সহপাঠী তারেক আজিজ। পরে হাবিবের গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে ৫ তলার জানালা দিয়ে নিচে ফেলে দেয়।..

তারেক দাবি করে, হাবিব তাকে নানাভাবে জ্বালাতন করতো। ভাতের মধ্যে লবণ দিয়ে দিতো। খাবার পানির মধ্যে ময়লা মিশিয়ে দিতো। ধারণা করা হচ্ছে, এ রকম ঘটনায় ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে তারেক হাবিবকে হত্যা করে থাকতে পারে। (জনকণ্ঠ)।

আরেকটি দৈনিক জানাচ্ছে, 'মোজাম্মেলের মায়ের আহাজারি, আগে জানলে ছেলেকে মাদ্রাসায় দিতাম না।' ছেলে জঙ্গি হবে বুঝতে পারলে মোজাম্মেলকে মাদ্রাসায় পড়তে দিতেন না বলে আক্ষেপ করেছেন মোজাম্মেলের মা শামসুন্নাহা।...মোজাম্মেল আমার ছোট পুত আছিলো। সবাই বললো তারে আরবিতে দেই। আরবি পড়া বালা, এর লাগগেই তারে দিছিলাম। একদিন মরণতো লাগবো, পুত মানুষ হয়ে দোয়া করবো।' (যায়যায় দিন)।

ঘটনা দু'রকম হলেও দুই ঘটনার সাদৃশ্য আছে নিষ্ঠুরতায়। ধর্ম মানুষকে মহৎ করে কিন্তু ধর্মান্ধতাতো মানুষকে নিষ্ঠুর করে। ধর্মান্ধতার সঙ্গে কুসংস্কার, গোঁড়ামী, প্রতিহিংসা, নির্মমতা সবই জড়িত থাকে। ব্যতিক্রম বাদে মাদ্রাসায় শিক্ষার পরিবেশ মুক্তমনে ধর্মশিক্ষার পরিবেশ নয়, ধর্মান্ধতার পরিবেশ। দয়া, মায়া, মানবতা, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, সুন্দরের আরাধনা, শিল্প-সাহিত্য চর্চা-এ সবের বালাই নেই মাদ্রাসা শিক্ষার পরিবেশে। এ জন্য মাদ্রাসার পরিবেশে নিষ্ঠুরতার জন্ম হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

মনীষী এস, ওয়াজেদ আলী বলেছেন, 'যার হৃদয় যত বড় সে ধর্মকে তত বড় করে দেখে।' মাদ্রাসার পরিবেশে এ কথার কোন মূল্য নেই। একজন বিদ্বান আক্ষেপ করে বলেছেন, 'বাঙালি মুসলমানের এগ্রিকালচার থাকলেও কালচার নেই।' বেশ আগের কথা এটি, কিন্তু এখনো এই কথার সত্যতা বাঙালি মুসলমানের ঘাড়ের ওপর তরবারির মতো ঝুলছে। সারা বাংলাদেশে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে মাদ্রাসার সংখ্যা অনেক বেশি। আমিও বাল্যকালে মাদ্রাসায় আরবি পড়েছি। তারপর কলেজে শিক্ষকতা করার সময় আলিয়া

মাদ্রাসায় খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করেছি। মাদ্রাসার 'গোঁ' সম্পর্কে আমার ধারণা আছে।

মাদ্রাসার শিক্ষার সঙ্গে কালচারের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। মাতৃভাষা বাংলারই কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না সেখানে। একটা বালুকণা সমতুল্য সংস্কৃতের মূল্য মাদ্রাসায় নেই। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, যুক্তি, দর্শন কিংবা সুকুমার বিদ্যার কোন চর্চা ওখানে হয় না। মাদ্রাসা পরিবেশের ধারে কাছেও নাচ, গান, নাটক, সিনেমা প্রবেশ করতে পারে না। এমন একটা সুকুমার বিবর্জিত পরিবেশে নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর অন্য কিছুর জন্ম হবে না।

যারা জীবনের চেয়ে ধর্মের গুরুত্ব বেশি দিয়ে থাকে, ইহকালের চেয়ে পরকালের গুরুত্ব বেশি দিয়ে থাকে, তারাই ড. হুমায়ুন আজাদের মতো বহুমাত্রিক পণ্ডিতকে এমনভাবে কুপিয়ে ফালা ফালা করেছে। যুক্তি আর ভক্তি কখনো অভিন্ন হবে না। ভক্তিবাদকে পরাস্ত করে যুক্তিবাদকে ভিত্তি করে সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবীকে পঙ্কিল করেছে অন্ধ-ভক্তিবাদীরা আর সুন্দর করেছে যুক্তিবাদীরা। শিখা গোষ্ঠীর সাহসী লেখকদের কথাটি সাংঘাতিক মূল্যবান, 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' মাদ্রাসার পরিবেশে সীমাবদ্ধ জ্ঞানতো দূরের কথা জ্ঞানচর্চাই হয় না। হয় গোঁড়ামির চর্চা।

১৯৭১ সালে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরাই দলে দলে জীবনবাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল; মাদ্রাসার ছাত্ররা ব্যতিক্রম, ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা সেক্যুলার চেতনায় অবিশ্বাসী তাই তারা স্বাধীনতার চেতনায়ও অবিশ্বাসী। মাদ্রাসায় বাংলা ভাষার চেয়ে আরবি ভাষার গুরুত্ব অনেক বেশি। একদিন এক মসজিদে জুমার নামাজে খোৎবার সময়ে এক ইমাম সাহেব বললেন, 'কেয়ামতের ভাষা একটাই হবে, সেটা আরবি। ওখানে বাংলা চলবে না।' মাদ্রাসার ছাত্ররা এ সব কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। ওই ইমাম সাহেব পবিত্র মসজিদে দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষায়ই বয়ান দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বাংলা ভাষাতেই ওয়াজ করেন, ফতোয়া দেন। মওলানা সাঈদী কোটি কোটি ডলারের মালিক হয়েছেন বাংলা জবানে ওয়াজ বিক্রি করে। আরবি ভাষার ওয়াজ হালে পানি পেতো না।

২০১৩ সালের ৫ মে, যে রাতে হেফাজতে ইসলামের তাণ্ডব চলেছিল, সে রাতের কথা ভাবলে মুষড়ে পড়তে হয়, এতবড় অপশক্তি বাঙালি জাতির অস্তিত্বের মধ্যে অবস্থান করছে! জাতিকে মননশীল করার ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান মনস্ক করার ক্ষেত্রে, যুক্তিবাদী করার ক্ষেত্রে, নাচ, গান, শিল্প-সাহিত্য তথা সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এই অপশক্তি প্রচণ্ড বাধা। কী করে এদেশে নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর জন্ম হলো, কী করে আব্বাসউদ্দীন-আবদুল আলীমের জন্ম হলো, কী করে বাংলা নবাব-অভিনয় শিল্পী আনোয়ার হোসেনের জন্ম হলো তাই ভাবছি।

গণজাগরণ মঞ্চের ছেলেমেয়েরা স্লোগান দিয়েছিল, 'যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি চাই।' এর বিপরীতে হেফাজতের মৌলবাদীরা স্লোগান দিয়েছিল, 'নাস্তিকদের ফাঁসি চাই।' কেন?; নাস্তিকদের ফাঁসি হবে কেন? ফাঁসি দেবেন আদালত অপরাধের ভিত্তিতে। আদালত নাস্তিকতা-আস্তিকতা বিচার করবেন না, বিচার করবেন ব্যক্তির জঘন্য অপরাধের। বিনা বিচারে বিনা অপরাধে কোন ব্যক্তির ফাঁসি হতে পারে না। ইউরোপের কথা ছেড়েই দিলাম, ইসলামী দুনিয়ায় অনেক জ্ঞানী-মনীষী 'নাস্তিক' উপাধি পেয়েছেন। মহাজ্ঞানী ইবনে সিনা 'নাস্তিক' খ্যাতি পেয়েছিলেন। পৃথিবীর তাবৎ মনীষীরা ধর্মান্ধদের হাতে নাকাল হয়েছেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল 'কাফের' উপাধিতো পেয়েছেনই, চিন্তাশীল লেখক ডা. লুৎফর রহমানও 'নাস্তিক' উপাধি পেয়েছেন। এক সময় বেগম রোকেয়াও তসলিমা নাসরিনের মতো অপবাদ কুড়িয়েছিলেন।

মৌলবাদের দৌরাত্ম্য থেকে, ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রাবল্য থেকে জাতিকে রক্ষা করতে হলে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকতার আওতায় আনতে হবে, না হলে আমাদের দেশের অগ্রযাত্রা পদে পদে ফতোয়ার দ্বারা আক্রান্ত হবে। এমন কি গণতন্ত্র বিপন্ন হবে, মানবতা লাঞ্ছিত হবে।

মৌলবাদের দৌরাত্ম্য থেকে, ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রাবল্য থেকে জাতিকে রক্ষা করতে হলে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকতার আওতায় আনতে হবে, না হলে আমাদের দেশের অগ্রযাত্রা পদে পদে ফতোয়ার দ্বারা আক্রান্ত হবে। এমন কি গণতন্ত্র বিপন্ন হবে, মানবতা লাঞ্ছিত হবে।

[লেখক : কলামিস্ট ও গবেষক]